দৈনিক জনকণ্ঠ

373

তারিখ APR. 4 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জহুরুল হক হল এলাকায় গড়ে উঠেছে অবৈধ বস্তি, ভিসি সাত দিনের মধ্যে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এলাকা এখন নানান অপকর্মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কতিপয় বহিরাগত সন্ত্রাসীর তৎপরতা চলছে নীলক্ষেত, পলাশী, ফুলার রোড প্রভৃতি এলাকায়। অভিযোগ রয়েছে ফেনসিডিল, মদ, গাঁজাসহ নানান মাদকদ্রব্যের অবাধ ব্যবসার। এ সবের প্রতিবাদ করলে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অপরাধ দমনে বার বার উদ্যোগ নিলেও এখনও ফলপ্রসূ কিছু ঘটেনি।

ফলে হলে অবস্থানরত সাধারণ ছাত্র, পার্শ্ববর্তী আবাসিক ভবনের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এখন দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। শনিবার হল, হলের পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে অপরাধ বিষয়ে নানান তথ্য পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ থাকলেও তা প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন সবাই। কেউই মুখ খুলতে চাননি সন্ত্রাসীদের ভয়ে।

শনিবার জহুরুল হক হল এলাকা পরিদর্শন করে দেখা যায়, এখানে ইতোমধ্যে চারটি বস্তি গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে হল সংলগ্ন দক্ষিণ নীলক্ষেত আবাসিক এলাকায় একটি, জহুরুল হক হল পুকুর পাড়ে একটি এবং হলের এক্সটেনশনের সাথে দু'টি। এই চারটি বস্তিতে ১৪০টির মতো ঘর রয়েছে। এ ঘরগুলোই মূলত অপরাধের আখড়া। জানা গেছে, এ ঘরগুলোই কতিপয় কর্মচারী ও বহিরাগতরা অবৈধভাবে নির্মাণ করেছে। এই ঘরগুলোর অবৈধ মালিকরা নিয়মিত বখরা দেয় একটি ছাত্র সংগঠনের কিছু লোককে। ঘরগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অবৈধ ফেনসিডিল ব্যবসা। এই ব্যবসার মূল হোতা টোকাই মিজান নামের এক বহিরাগত। বিষয়টি অবহিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী শুক্রবার দুপুর ১২টায় বস্তি এলাকা পরিদর্শন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৭ দিনের মধ্যে অবৈধ ঘর ভেঙ্গে ফেলার জন্য শুক্রবার নির্দেশ দিয়েছে। উপাচার্যের সাথে এ সময় ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলী ও প্রক্টর ডঃ নূর-উন-নবী।

সূত্র জানায়, পরিস্থিতি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। গভীর রাতে ফেনসিডিল ভর্তি ট্রাক এসে স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে থামে। এখান থেকে বস্তা ভর্তি করে বস্তি ও কয়েকটি গোপন স্থানে ফেনসিডিল রাখা হয়। ঢাকার কয়েকটি স্থানে পাইকারী চালান দেয়া ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বাইরের সেবনকারীদের কাছে এসব ফেনসিডিল খুচরা বিক্রি হয়। এ ব্যবসার প্রতিবাদ করারও সাহস এখন আর কারও নেই। কেননা ব্যবসায় প্রতিবাদ করায় গত বছরের ডিসেম্বর মাসে হলের ছাত্রলীগ সভাপতি বাবুসহ দশ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে বিতাড়িত হতে হয়। একই কারণে গত বুধবার টোকাইদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন ফিন্যান্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মান্না লাল দে। এর কয়েক দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তার পুত্র সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জাহাঙ্গীর ও তেজগাঁও কলেজের ছাত্র মনির প্রহৃত হয়।

আবাসিক এলাকায় অবৈধ বস্তি এবং ফেনসিডিল ব্যবসা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, আমি স্থানটি পরিদর্শন করেছি এবং ৭ দিনের মধ্যে অবৈধ ঘর ভেঙ্গে ফেলতে বলেছি। তিনি বলেন, ফেনসিডিলের ব্যবসার অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই এর সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। প্রক্টর ডঃ নূর-উন-নবী বলেন, ইতোপূর্বে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। কয়েকবার সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল উদ্ধার কিংবা কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারিনি। তবে কোন অবস্থাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের অপতৎপরতা চালাতে দেয়া হবে না।